রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ মোতাবেক ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ মোতাবেক ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-৩৮/২০২৩

বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাণিজ্য সংগঠন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০২২ সনের ০৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আবেদন বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে" শব্দগুলির পর "বা স্বীয় বিবেচনায়" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **২০২২ সনের ০৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) শিল্পকলা, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, ধর্ম, জনসেবা, ক্রীড়া, পেশাভিত্তিক বা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত কোনো জনহিতকর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত কোম্পানি, সমিতি বা সংঘের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

৩। **২০২২ সনের ০৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিশেষ বিবেচনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বর্ধিত সময়ের ধারাবাহিকতায় আরও ০৬ (ছয়) মাস সময় মঞ্জুর করিতে পারিবে :—

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত ০৬ (ছয়) মাস সময়ের মধ্যে কোনো বাণিজ্য সংগঠন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৪। **২০২২ সনের ০৯ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) উল্লিখিত "ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণের" শব্দগুলির পর "এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উপযুক্ত কর্মকর্তাগণের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

The Trade Organisations Ordinance, 1961 ০২ ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে ইংরেজিতে প্রণীত হয়। সামরিক শাসনামলে উক্ত অধ্যাদেশের কতিপয় ধারা ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখের গেজেটে The Trade Organisations (Amendment) Ordinance, 1984-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। দেশের ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতসহ সার্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ভূমিকা, কার্যক্রম, শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা সুসংহতকরণ এবং সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে The Trade Organisations Ordinance, 1961-কে রহিত করে যুগোপযোগীভাবে বাংলায় ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে নতুন বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়। আইনটি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইনটির কতিপয় ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাণিজ্য সংগঠন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি সহজীকরণ, ব্যবসায়ীগণের বাণিজ্য সংগঠনে অধিকতর সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্য মহাপরিচালকের স্বীয় বিবেচনার প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তন বা সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তাই বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে ধারা ৯(২) সংশোধন করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

(খ) ১০(২) ধারায় ভাষাগত জটিলতা থাকায় তা পরিহার করে অর্থ অবিকৃত রেখে ধারাটির বাক্যসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(গ) অনিবার্য কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনূর্ধ্ব ১(এক) বছর সময় পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ধারা ১৪ সংশোধন করে বাণিজ্য সংগঠনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যর্থতায় সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত ৬ (ছয়) মাস সময় মঞ্জুরের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

(ঘ) 'জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি'র কাজ অধিকতর সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধারা ১৯(১) সংশোধন করে 'জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি' বা 'জেটিডব্লিউসি' গঠনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উপযুক্ত কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে বাণিজ্য সংগঠন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

টিপু মুনশি
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd